PANI SAMPAD BARTA
ISSN ▪ 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ৪৯, এপ্রিল-জুন ২০১৪
ISSUE 49, April-June, 2014

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান করলো এলজিইডি

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি, স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মনজুর হোসেন, এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, নারায়নগঞ্জের সিটি মেয়র ডাঃ বেগম সেলিনা হায়াৎ আইভি ও অন্যান্যদের দেখা যাচ্ছে।

সমাজের পশ্চাদপদ গ্রামীণ নারীদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করে তাদের অগ্রযাত্রায় সহায়তা করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সমাজে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করার কাজ করে চলেছে। গত ১৪ মে, ২০১৪ তারিখে এলজিইডি'র নগর, গ্রামীণ ও পানি সম্পদ সেক্টরের শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কৃষি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, এমপি, একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব মনজুর হোসেন এবং সম্মানিত অতিথি নারায়নগঞ্জের সিটি মেয়র ডঃ সেলিনা হায়াৎ আইভি উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র নগর, গ্রামীন ও পানি সম্পদ সেক্টরের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ছাড়াও বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদের সে সকল প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন যারা সফলতার সাথে জেন্ডার সমতা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন যে বর্তমানে নারীরা যখন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে এবং উন্নয়নের ধারাকে সচল রাখছে তখন পুরুষদের সহায়ক ভূমিকা তাদের বিশেষ প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন যে আমরা সকল বাধা অতিক্রম করে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ় প্রত্যয়ী। মনজুর হোসেন বলেন যে নারীরা ইতোমধ্যে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে যে পুরুষদের মতো একই অবস্থানে তাঁরা সমান দক্ষতায় কাজ করতে সক্ষম। তিনি বলেন যে আজ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে নারীদের সফলতার যে দৃষ্টান্ত তৈরী হয়েছে তার পেছনে রয়েছে এলজিইডি'র বলিষ্ঠ ভূমিকা। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টরের যে তিনজন নারী শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসাবে পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন তাঁরা হলেন ময়মনসিংহ জেলার প্যাচাই খাল পাবসসের শ্রীমতি মধুরা দ্রং, (প্রথম পুরস্কার), একই জেলার খরিয়া নদী পাবসসের বেগম জরিনা আখতার (দ্বিতীয় পুরস্কার) এবং গোপালগঞ্জ জেলার কাকইবুনিয়া-চিংগুরি খাল পাবসসের শ্রীমতি সুদেবী মন্ডল (তৃতীয় পুরস্কার)।

অন্যান্য পাতায়

- সম্পাদকীয়
- পিএসএসডব্লিউআরএস প্রকল্পের এডিবি-ইফাদ যৌথ এমটিআর মিশন সম্পন্ন
- পূর্ব সরাইল-মাদাই উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পাবসসের কাছে হস্তান্তর
- পুর্নবাসন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
- পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত
- শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেলেন মধুরা দ্রং
- সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা
- পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের সূর্যমুখী চাষে সফলতা অর্জন

সম্পাদকীয়

ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পানি সম্পদ উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই এই প্রকল্পসমূহের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন তথা জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি সংরক্ষণ এবং ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা করে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের নিমিত্তে পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়ে থাকে। এ ধরনের অবকাঠামো সমূহের মধ্যে বাঁধ, স্লুইস গেইট, রেগুলেটর ও সেচ নালা/ভূ-গর্ভস্থ পাইপ সিস্টেম নির্মাণ, পুন:নির্মাণ বা সংস্কার এবং খাল পুন:খনন বা খনন অন্যতম।

ভূ-গর্ভস্থ্য পানি ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পরিবেশ বিপর্যয়সহ আর্সেনিকের মাত্রা মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি হচ্ছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ট ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা এখন সময়ের দাবি।

পানি-শক্তির সঠিক ব্যবহার করে টেকসই উন্নয়নের সম্ভাবনা ও সম্ভাব্যতাকে সামনে রেখেই এলজিইডি ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সুষ্ঠু ও সতেজ জীবন যাপনের জন্য সুষ্ঠু পরিবেশের যেমন প্রয়োজন তেমনি সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ও লাগসই ব্যবস্থাপনার কোনো বিকল্প নেই।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে চিহ্নিত তথা বাস্তবায়িত এসকল প্রকল্পের সফল পরিচালন গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। ইতোমধ্যে সমাজের বিভিন্ন সেক্টরে তা সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে।

বিভিন্ন মান ও উন্নত প্রজাতির ফসলের আবাদ, বাজারজাতকরণ, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি/মৎস্য প্রজনন এলাকা সংরক্ষণসহ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রামীণ পর্যায়ে সমন্বিত উন্নয়নের একটি পরিশীলিত ধারার সুচনা করতে সমর্থ হয়েছে। ফলে, সৃষ্টি হয়েছে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের এবং কৃষিপণ্য-ভিত্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসার পরিসর উত্তরোত্তর সম্প্রসারিত হচ্ছে যা আমাদেরকে সম্মুখে এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগাচ্ছে।

এ কথা বলতে আজ আর দ্বিধা নেই যে জীবন-স্বাস্থ্য ও সুস্থ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে ভূ-উপরিস্থ পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনায় কোন বিকল্প নেই।

পিএসএসডব্লিউআরএস প্রকল্পের এডিবি-ইফাদ যৌথ এমটিআর মিশন সম্পন্ন

গত ৭-২৪ জুন, ২০১৪ তারিখে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) - এর যৌথ মিশন অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের মিড-টার্ম রিভিউ সম্পন্ন করে। এলজিইডি চট্রগ্রাম অফিসে ৮ জুন, ২০১৪ তারিখে মিশনের কিক-অফ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিশন ৭-১১ জুন, ২০১৪ তারিখে কুমিল্লা, ফেনী, চট্রগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় ৯টি নতুন উপ-প্রকল্প এবং ১টি কার্যকারিতা বৃদ্ধিমূলক উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করে।

এডিবি-ইফাদ যৌথ মিড-টার্ম রিভিউ মিশনের সদস্যবৃন্দ কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলাধীন পোকখালী-নাইক্ষংদিয়া উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করছেন।

উপ-প্রকল্পগুলো পরিদর্শনকালে মিশনের সদস্যবৃন্দ এর অবকাঠামোর নির্মাণ কাজের গুণগত মান পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সাধারণ সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেছেন। মিশন সমিতিগুলোর হিসাবরক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ পরিচালনা পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখেছেন।

মিশন ফিজিবিলিটি স্টাডি ও ডিটেইল ডিজাইনের (এফএসডিডি) ধীরগতি লক্ষ্য করে এবং এফএসডিডির দায়িত্বে নিয়োজিত ফার্মগুলোর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির পরামর্শ দেয়। এছাড়া মিশন অতিক্রান্ত সময়ের বিপরীতে প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি এবং অর্থছাড় ও অর্থ পূণঃভরন ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেয়। গত ২৪ জুন, ২০১৪ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মনজুর হোসেন-এর সভাপতিত্বে সচিবালয়ের সভাকক্ষে মিড-টার্ম রিভিউ মিশনের র‍্যাপ আপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। মিটিংয়ে মিশনের সদস্য, এলজিইডি, কৃষি, মৎস্য, সমবায় ও বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত থেকে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন।

পূর্ব সরাইল-মাদাই উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট পাবসসের কাছে হস্তান্তর

জয়পুরহাট জেলার কালাই উপজেলাধীন পূর্ব সরাইল-মাদাই উপ-প্রকল্পটি গত ২০ মে, ২০১৪ তারিখে সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করা হয়। জয়পুরহাট জেলা এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী নাঈমা নাজনীন নাজ পূর্ব সরাইল-মাদাই পাবসসের সভাপতি ও সম্পাদকের কাছে উপ-প্রকল্প হস্তান্তরের দলিল অর্পণ করেন।

এই হস্তান্তরের ফলে পূর্ব সরাইল-মাদাই পাবসস উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহ ব্যবহারের অধিকারপ্রাপ্ত এবং এর কার্যকরী পরিচালনা ও সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলো।

গত ২০ মে, ২০১৪ তারিখে পূর্ব সরাইল-মাদাই উপ-প্রকল্পটির হস্তান্তরের দলিল সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সভাপতি ও সম্পাদকের কাছে অর্পণ করেন জয়পুরহাট এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী নাঈমা নাজনীন নাজ।

উপ-প্রকল্প অবকাঠামোসমূহের মধ্যে রয়েছে ২টি রেগুলেটর ও পূর্ব সরাইল থেকে মাদাই পর্যন্ত ৮.৮ কি:মি: খাল খনন। এক কোটি তিপান্ন লাখ বাষট্টি হাজার একশত ছত্রিশ টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত এই উপ-প্রকল্পটি এলাকার ৪৫৬ হেক্টর জমিতে আমন মৌসুমে সম্পূরক সেচ ও রবি/বোরো মৌসুমে সেচ প্রদানে সহায়তা করবে। উপ-প্রকল্প হস্তান্তর অনুষ্ঠানে কালাই উপজেলার উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও উল্লেখজনক সংখ্যক পাবসস সদস্য উপস্থিত ছিলেন

পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ২৫-২৬ এপ্রিল, ২০১৪ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীদের জন্য রিসেটলমেন্ট প্ল্যানিং এন্ড ইমপ্লিমেন্টেশন বিষয়ক দুই দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সটি উদ্বোধন করেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) মীর ইলিয়াস মোর্শেদ।

এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলীদের জন্য আয়োজিত রিসেটলমেন্ট প্ল্যানিং ও ইমপ্লিমেন্টেশন শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য দিছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

দেশের বিভিন্ন স্থানে পানি সম্পদ উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণের ফলে উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণের একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের লক্ষ্যে সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী বলেন যে পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ, বিশেষ করে বাধ পুণঃনির্মাণ ও খাল পূণঃখননের ফলে উপ-প্রকল্প এলাকার কিছু জনগণের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এলজিইডি এর প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বিধায় অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ বৃহত্তর সুফলের আশায় কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করেন না।

বর্তমানে প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের সংস্থান রাখা হয়। এই তহবিলের যুক্তিসংগত ও সুষ্ঠ ব্যবহারের নিয়মনীতি শেখা এবং এর যথোপযুক্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাক্তিদের সহায়তা করার জন্য অংশগ্রহণকারী উপজেলা প্রকৌশলীগণকে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং কর্ম এলাকায় ফিরে গিয়ে এর সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে।

প্রশিক্ষণে পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ জনাব মনিরুজ্জামান এডিবি'র সেফগার্ড ও পলিসি স্টেটমেন্ট ২০০৯ এর আওতায় জমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন বিষয়ের উপর পর্যালোচনা করেন। তিনি বর্তমানে প্রচলিত সরকারের ভূমি অধিগ্রহণ পদ্ধতি পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়গুলো আলোচনা করেন। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের রিসেটলমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এবং এনটাইটেলমেন্ট মেট্রিক্স সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেন। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) পুনর্বাসন নীতি এবং উন্নয়ন প্রকল্পে এর প্রয়োগ এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক আলোচনা করেন।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ২৩-২৪ মে ২০১৪ তারিখে এলজিইডি'র আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলী, পিএসএসডব্লিউআরএসপি'র সিনিয়র সোসিওলোজিস্ট এবং সদর দপ্তর পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের অংশগ্রহণে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক এক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

এ প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ ছিল ঃ
১) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তরে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলী, পিএসএসডব্লিউআরএসপি'র সিনিয়র সোসিওলোজিস্ট এবং সদর দপ্তর পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেয়া;
২) প্রকল্পের কাজ কিভাবে বিভিন্ন অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করা যায় সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা;
৩) মাঠ পর্যায়ে যে কোন প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে জেন্ডার সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রকল্পের একজন নিয়মিত প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করার সক্ষমতা অর্জন; এবং
৪) প্রশিক্ষণকে আরো বেশী প্রানবন্ত করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করতে শেখা।

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের অংশ বিশেষ হিসাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিষয়ের উপর রোল প্লে করছেন প্রশিক্ষণার্থী দলের সদস্যবৃন্দ।

প্রশিক্ষণে আলোচ্য বিষয় ছিল জেন্ডার ও উন্নয়ন ধারণা, জেন্ডার ভূমিকা ও চাহিদা, সমতা ও সাম্যতা এবং জাতীয়/আর্ন্তজাতিক নীতিমালার প্রভাব ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আলোচনা; এলজিইডি'র জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা; প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের মূল বিষয়াবলী, জেন্ডার সংবেদনশীল প্রশিক্ষণ দক্ষতা এবং রোল-প্লে/কেইস স্টাডিসহ প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা ইত্যাদি।

এছাড়াও, প্রশিক্ষণে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা এবং মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে পাবসস এর নারীদের সহায়তা করার সুযোগ সম্পর্কে আলোচনা; রোল-প্লে/কেইস স্টাডি উপস্থাপনের জন্য বিষয়বস্তু নির্ধারণ, দায়িত্ব বন্টন এবং দলীয় আলোচনার মাধ্যমে রোল-প্লে উপস্থাপন এর জন্য প্রস্তুতি/অনুশীলন; সমবায় আইন ও সমবায় নীতিমালায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ ও ক্ষমতায়ন সম্পর্কে আলোচনা এবং প্রশিক্ষণে একজন প্রশিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের লব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখিত কেইস-স্টাডি উপস্থাপন করেন এবং প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানের অতিথি এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ ৫টি পৃথক রোল-প্লে উপস্থাপন করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানের অতিথি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ) প্রশিক্ষণের বিষয়ে নির্দেশনামূলক বক্তব্য দান করেন এবং অংশগ্রহণকারী সকলের মঙ্গল কামনা করে প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসাবে জাতীয় পুরস্কার পেলেন মধুরা দ্রং

এলজিইডি কর্তৃক প্রতি বৎসর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এর নগর, গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর থেকে আত্মনির্ভরশীল নারীদের পুরস্কৃত করা হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বৎসর পানি সম্পদ সেক্টর থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের হিসেবে মধুরা দ্রং প্রথম পুরষ্কার অর্জন করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস - ২০১৪ উদযাপন উপলক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসাবে কৃষি মন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এর কাছ থেকে ১ম পুরষ্কারের সম্মাননা গ্রহণ করছেন ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলার প্যাচাই খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মধুরা দ্রং।

মধুরা দ্রং এলজিইডি'র বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া উপজেলায় প্যাচাই খাল উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য। ২০১০ সালে তিনি ঐ সমিতির সদস্য হন। স্বামী বিকার্সন আজিম, দুই ছেলে ও এক মেয়ে নিয়ে মধুরা দ্রং এর সংসার চলছিল কায়ক্লেশে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কৃষি শ্রমিক। সমিতির সদস্য হওয়ার পর তিনি পাবসস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব, জেন্ডার ও উন্নয়ন এবং পরিবেশ, আইসিএম, কৃষি ও বীজ সংরক্ষণ, গবাদিপশু ও হাস-মুরগী পালন, শাক-সবজি এবং মৎস্য চাষসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহন করেন। এসব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তিনি আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ খুজে পান, শুরু হয় দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান ও প্রাপ্ত সম্মানী ভাতা এবং এর সাথে জমানো কিছু টাকা দিয়ে প্রথমে নিজের জমিতে কৃষি কাজের পাশাপাশি মাছের চাষ শুরু করেন। প্রথম বছর সফলতা শেষে আরো ৩ একর জমি বর্গা নিয়ে ৬ মাস কৃষি কাজ এবং ৬ মাস মাছের চাষ করেন। এছাড়াও অন্য জায়গা থেকে দর্জী বিজ্ঞান ও ব্লক-বাটিকের উপরেও প্রশিক্ষন গ্রহন করে ফাকে ফাকে সেই কাজও করে থাকেন। এরপর তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। মধুরার কোন অবসর নাই। জমি বর্গার ভাগ বাদ দিয়ে বর্তমানে তিনি মাসে গড়ে ১০-১২ হাজার টাকা আয় করেন। এছাড়া তার স্বামীও প্রায় সমান আয় করেন। নিজের নামে ১ একর জমিও কিনেছেন। বর্তমানে তাঁর এক ছেলে এইচ এস সি পরীক্ষার্থী, আরেকটি ছেলে অষ্টম শ্রেনীতে পড়ছে এবং একমাত্র মেয়ে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্টে অনার্স পড়ছে। তাঁর কার্যক্রমে এলাকার নারীরাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তিনি সমিতির অন্যান্য মহিলা সদস্যদেরকেও বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে থাকেন যাতে তারাও স্বাবলম্বি হয়ে নিজ পরিবার এবং সমাজে অবদান রাখতে পারেন। জীবন সংগ্রামে সাফল্যজনক অবদান রাখার জন্য আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে মধুরা দ্রং পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর থেকে প্রথম পুরষ্কার লাভ করেন।

সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১০ মে, ২০১৪ তারিখে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য এক সভা এলজিইডি ভবন, লেভেল - ৪ এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। সভায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি এবং ওএন্ডএম), পানি সম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও বিভিন্ন প্রকল্পের পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং পরিচিতি পর্ব সমাপ্ত করেন।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এর হালনাগাদ অগ্রগতি ও অবস্থা উপস্থাপন করছেন সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওএন্ডএম) মোঃ জনয়াল আবেদিন।

সভাপতির অনুমতিক্রমে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ওএন্ডএম) পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে আইডব্লিউআরএম ইউনিটের কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। এরপর আইডব্লিউআরএম ইউনিটের আওতাধীন এসএসডব্লিউআরডিপি-জাইকা, পিএসএসডব্লিউআরএসপি-এডিবি, রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প, কারিগরী সহায়তা প্রকল্প এবং সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতির হালনাগাদ অবস্থা সভায় উপস্থাপন করা হয়।

সভায় সভাপতি সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের কাছ থেকে তাঁদের প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হন এবং তাঁদেরকে নিম্নলিখিত নির্দেশনা দেন। তিনি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক ও পরামর্শকদের কাজের মধ্যে যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে তা দূর করা; এসএসডব্লিউআরডিএসপি প্রকল্পের ১ম ও ২য় পর্যায়ের যে উপ-প্রকল্পগুলো অকার্যকর রয়েছে এবং যেগুলো হস্তান্তর হয়নি সেগুলো সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা; তিন দিনের মধ্যে জেলাওয়ারী তথ্য সংগ্রহের জন্য টিম গঠন করা এবং এক মাসের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা; রাজস্ব বাজেটের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করা এবং আউট সোর্সিং -এর মাধ্যমে ডিপিপির প্রভিশন অনুযায়ী শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রকল্প পরিচালকগণকে উদ্যোগ গ্রহণ করা ইত্যাদি বিষয়ে জরুরী ভিত্তিতে উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের সূর্যমুখী চাষে সফলতা অর্জন

এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বরগুনা জেলার সদর উপজেলাধীন নূর আলী - চড়কগাছিয়া পাবসসের সভাপতি প্রকল্পে নিয়োজিত কৃষি ফ্যাসিলিটেটরের পরামর্শে তিন একর জমিতে সূর্যমুখীর চাষ করেন। এর থেকে একরে ৩৪ মন হিসাবে ১০২ মন সূর্যমুখীর বীজ উৎপাদন হয়। উৎপাদন ব্যয় বাদ দিয়ে ১০২ মন সূর্যমুখীর বীজ বাজারে বিক্রি করে তিনি ৪২,০০০ টাকা লাভ করেন। ২০১৪ সালে এখানে ৭০ একর জমিতে সূর্যমুখীর চাষ করা হয়। সূর্যমুখী চাষের ব্যাপক আর্থিক লাভের জন্য ২০১৫ সালে এই পাবসসের কৃষকগণ উপ-প্রকল্প এলাকার প্রায় ২০০ একর জমিতে সূর্যমুখীর চাষ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

পাবসসের কৃষকগণ উপ-প্রকল্প এলাকার প্রায় ২০০ একর জমিতে সূর্যমুখীর চাষ এর প্রদর্শনী

সম্পাদক : জনাব মোঃ জয়নাল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ), সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট, এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোনঃ ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্সঃ ৯১৩২০৬১, ই-মেইলঃ se.iwrm@lged.gov.bd, web: www.lged.gov.bd, www.iwrm.lged.gov.bd